ইউনিট
৭

সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান
Aggregate Demand and Supply

সামগ্রিক চাহিদা–যোগান মডেল হচ্ছে একটি মৌলিক সমষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল যা থেকে দামস্তর ও উৎপাদন সম্পর্কে জানা যায়। ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক উভয় অর্থনীতিতে চাহিদা ও যোগান রেখা দাম ও উৎপাদন নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে চাহিদা ও যোগান রেখার চেয়ে সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান রেখা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য। এ ইউনিটে সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঠ-১ এ সামগ্রিক চাহিদা, পাঠ-২ এ সামগ্রিক যোগান এবং পাঠ-৩ এ সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান ভারসাম্য সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

ইউনিট ৭

পাঠ-১ সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Demand)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সামগ্রিক চাহিদা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন
- সামগ্রিক চাহিদা রেখা কেন ডানদিকে নিম্নগামী তা বলতে পারবেন
- সামগ্রিক চাহিদা পরিবর্তনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আপনি ব্যষ্টিক অর্থনীতি (BBS 2501) কোর্সের ইউনিট-২এর পাঠ-১ থেকে একজন ভোক্তা বা একটি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা এবং চাহিদা রেখা সম্পর্কে জেনেছেন। একইভাবে এই পাঠে সামগ্রিক চাহিদার পেছনে প্রভাব সৃষ্টিকারী উপকরণগুলো নিয়ে আলোচনা করার সময় একটি অর্থনীতিতে বিদ্যমান সকল ভোক্তা, সকল প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং বৈদেশিক ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রিক চাহিদা ও চাহিদা রেখাকে একত্রিত করে আলোচনা করা হয়েছে।

সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Demand)

দ্রব্য বা সেবার সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Demand) হচ্ছে সকল ভোক্তা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করতে ইচ্ছুক, প্রতিষ্ঠানসমূহ যে পরিমাণ বিনিয়োগ দ্রব্য ক্রয় করতে ইচ্ছুক, সরকার যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করতে ইচ্ছুক এবং নীট রপ্তানি (Net export) যা বিদেশীরা ক্রয় করতে ইচ্ছুক এসব কিছুর যোগফল অর্থাৎ দ্রব্য বা সেবার সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করে সকল ভোক্তা, প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং বিদেশীদের নেয়া সিদ্ধান্তের উপর। অন্যভাবে বলা যায় যে, সামগ্রিক চাহিদা হচ্ছে বিভিন্ন দামস্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি, ফার্ম এবং সরকার মোট যে পরিমাণ দ্রব্য এবং সেবা ক্রয় করতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ, সামগ্রিক চাহিদা রেখা (AD) উৎপাদন (output) ও দামস্তর (price level) এর সম্পর্ককে প্রকাশ করে যা চিত্র ৭.১ এ দেখানো হয়েছে।

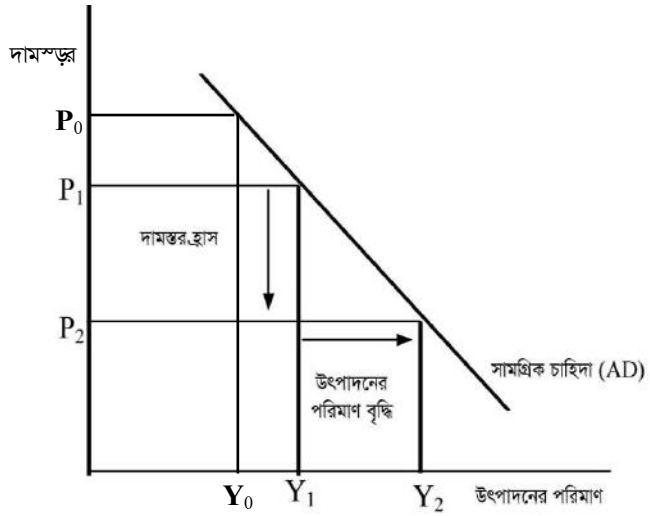

চিত্র ৭.১ ঃ সামাগ্রক চাাহদা রেখা

সামগ্রিক চাহিদা রেখা বিভিন্ন দামস্তরে একটি অথনীতির সকল দ্রব্য এবং সেবার চাহিদার পরিমাণকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ সামগ্রিক চাহিদা রেখা বলতে এমন একটি রেখা বোঝায়, যার বিভিন্ন বিন্দুতে উৎপাদন বা প্রকৃত আয় এবং দামস্তরের বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশ পায়। চিত্র ৭.১ এ দেখা যাচ্ছে, সামগ্রিক চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্যান্য অবস্থা যখন অপরিবর্তিত থাকে তখন দামস্তর হ্রাস পেলে দ্রব্য বা সেবার সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দামস্তর বৃদ্ধি পেলে দ্রব্য বা সেবার সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়। চিত্র ৭.১ এ দেখা যায় যে, দামস্তর P_1 থেকে P_2 তে হ্রাস পেলে উৎপাদন বা প্রকৃত আয় Y_1 থেকে Y_2 তে বৃদ্ধি পায় এবং দাম স্তর P_1 থেকে P_0 তে বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বা প্রকৃত আয় Y_1 থেকে Y_0 তে হ্রাস পায়।

সামগ্রিক চাহিদা রেখা কেন ডানদিকে নিম্নগামী ?

আমরা এতক্ষণ আলোচনা থেকে জেনেছি, সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী। কিন্তু, কেন? কেন দামস্তর হ্রাস পেলে দ্রব্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়? এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমাদেরকে ইউনিট-২ এর পাঠ-৩ এ মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) এর কথা মনে করতে হবে যা ভোগ (C), বিনিয়োগ (I), সরকারী ব্যয় (G) এবং নীট রপ্তানি (NX) এর যোগফলের সমান। এখন মোট জাতীয় উৎপাদনকে আমরা Y দ্বারা প্রকাশ করলে মোট জাতীয় আয় Y হবে-

$Y = G + I + G + NX$

জাতীয় আয় নির্ধারণে উপরিউক্ত চারটি উপাদান দ্রব্য বা সেবার সামগ্রিক চাহিদার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখন সরকারী ব্যয়কে বিভিন্ন নীতি দ্বারা যদি স্থির রাখা হয় তাহলে ব্যয়ের অন্য তিনটি উপকরণ (ভোগ, বিনিয়োগ এবং নীট রপ্তানি) অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষত: দামস্তরের উপর নির্ভর করে। ফলে সামগ্রিক চাহিদা রেখার নিম্নগামীতার কারণ জানার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ভোগ, বিনিয়োগ এবং নীট রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণের উপর দামস্তররের প্রভাব সম্পর্কে জানতে হবে।

দামস্তর ও ভোগ—সম্পদ প্রভাব (The Price Level and Consumption-The Wealth Effect)

সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে সম্পদ প্রভাব। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে অর্থ, বন্ড এবং বিভিন্ন আর্থিক সম্পদের মালিক। এসব সম্পদের আর্থিক মূল্য (Nominal value) স্থির হলেও প্রকৃত মূল্য (Real value) স্থির নয়। এখানে প্রকত মূল্য বলতে ক্রয়ক্ষমতা (Purchasing power) কে বুঝানো হয়েছে। যখন দামস্তর হ্রাস পায় তখন অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিপরীতবস্থায়, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। অর্থাৎ, দামস্তরের হ্রাস ভোক্তা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আরও সম্পদশালী করে তোলে যা তাদেরকে আরও খরচ করতে উৎসাহ প্রদান করে। আর এই ভোগ ব্যয় বৃদ্ধিই হচ্ছে দ্রব্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণ তথা সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি। অন্যদিকে, দামস্তরের বৃদ্ধি সামগ্রিক চাহিদার হ্রাস ঘটায়।

'সম্পদ প্রভাব' কে মাঝে মাঝে 'প্রকৃত-ভারসাম্য' প্রভাবও (Real Balance Effect) বলা হয়। দামস্তরের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রকৃত মূল্যও পরিবর্তিত হয়। যখন দামস্তর বৃদ্ধি পায় তখন অর্থ বা সম্পদের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পায়। ফলে ক্রয়মক্ষমতা কমে যায়। আর এ কারণে দ্রব্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণও হ্রাস পায়। আবার যখন দামস্তর হ্রাস পায় তখন অর্থ বা সম্পদের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়। এতে ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় দ্রব্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

দামস্তর ও বিনিয়োগ-সুদের হার প্রভাব

(The Price Level and Investment–The Interest Rate Effect)

যখন দামস্তর বৃদ্ধি পায় তখন অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় অর্থাৎ একই পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য পূর্বের তুলনায় বেশি অর্থ প্রয়োজন হয়। যা আমরা 'প্রকৃত ভারসাম্য' প্রভাব থেকে জেনেছি। ধরুন, আপনার পরিবারের জন্য প্রতি সপ্তাহে ২০০ টাকার খাদ্য কিনতে হয়। এখন যদি দামস্তর দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় তাহলে একই পরিমাণ খাদ্য কিনতে আপনার প্রয়োজন হবে ৪০০ টাকা। অর্থাৎ আপনাকে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ টাকা ব্যয় করতে হবে। বিপরীতভাবে, যখন দামস্তর হ্রাস পায় তখন আপনার একই পরিমাণ খাদ্য কিনতে পূর্বের তুলনায় কম অর্থ লাগবে। কেননা, দাম হ্রাস পাওয়াতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বেশি হয়েছে।

যখন দামস্তর বৃদ্ধি পায় তখন জনগণের বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়। একারণে জনগণ তাদের আর্থিক সম্পদ যেমন: সঞ্চয়পত্র, বন্ড ইত্যাদি বিক্রি করবে কিছু অর্থ পাবার জন্য। ফলে সঞ্চয়পত্র বা বন্ডের সরবরাহ বেড়ে যাবে এবং বাজারে অর্থ সরবরাহের পরিমাণ কমবে। ফলে বন্ড বা সঞ্চয়পত্রের দাম কমবে এবং সুদের হার (interest rate)বাড়বে। সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন ফার্ম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যারা নতুন কোন যন্ত্রপাতি (equipment) বা শিল্প উপকরণে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক তারা ঋণ নিতে নিরুৎসাহিত হবে। ফলে বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পাবে। যা সামগ্রিক চাহিদা হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আবার যখন দামস্তর হ্রাস পায়, তখন একই পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য পূর্বে তুলনায় কম অর্থের প্রয়োজন হয়। ফলে জনগণ হাতে অর্থ ধরে না রেখে অর্থ ধার বা ঋণ দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জনগণ তার অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে বণ্ড কিনতে পারে। অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় একাউন্ট (savings account) খুলতে পারে। এতে বন্ডের চাহিদা বেড়ে যাবে এবং বন্ডের দাম বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থের যোগান বেড়ে যাবে যা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ দেয়ার কাজে ব্যবহার করতে পারে। ফলে সুদের হার হ্রাস পাবে। সুদের হার হ্রাস পেলে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এতে সামগ্রিক চাহিদাও বাড়বে।

দামস্তর ও নীট রপ্তানি–বিনিময় হার প্রভাব

(The Price Level and Net Export – The Exchange Rate Effect)

আমরা জেনেছি, নীট রপ্তানি সামগ্রিক চাহিদার একটি উপকরণ। ইহা অভ্যন্তরীণ বা দেশজ আয়ের (domestic income) একটি অংশ। ফলে দামস্তরের পরিবর্তন নীট রপ্তানিতে প্রভাব ফেলে। বৈদেশিক দামস্তর ও বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির থাকা অবস্থায় যদি দেশের অভ্যন্তরে দামস্তর বৃদ্ধি পায় তাহলে দেশীয় দ্রব্য বা সেবা বৈদেশিক দ্রব্য বা সেবার তুলনায় বেশি ব্যয়বহুল হয়ে থাকে।

ধরি, বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে কম দামে যুক্তরাষ্ট্রে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে থাকে। এখন যদি কোন কারণে বাংলাদেশের দামস্তর বৃদ্ধি পায় তবে ভারতের চেয়ে বেশি দামে তাকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিক্রি করতে হবে। তাহলে কি ঘটবে? যুক্তরাষ্ট্র কি বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য কিনবে? এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য কিনতে চাইবে। ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি আগের তুলনায় হ্রাস পাবে এবং নীট রপ্তানিও কমে যাবে। কেননা, নীট রপ্তানি (NX) = রপ্তানি (X) - আমদানী (M)।

সুতরাং, যখন দেশীয় দ্রব্যের দাম বৈদেশিক দ্রব্যের দামের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে তখন নীট রপ্তানি হ্রাস পাবে। ফলে সামগ্রিক চাহিদাও হ্রাস পাবে। আবার যখন দেশীয় দ্রব্যের দাম বৈদেশিক দ্রব্যের তুলনায় হ্রাস পায় তখন নীট রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। এতে সামগ্রিক চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে।

এতক্ষণ আমরা দামের পরিবর্তনে দ্রব্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তন সংক্রান্ত যে তিনটি কারণ আলোচনা করলাম তা স্বতন্ত্র হলেও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে,

১) দামস্তর হ্রাসে ভোক্তা অধিক সম্পদশালী হয়ে উঠে যা ভোগ্যদ্রব্য এর চাহিদাকে উদ্দীপিত করে।
২) সুদের হার হ্রাস বিনিয়োগ দ্রব্যের চাহিদাকে উদ্দীপিত করে।
৩) দামস্তরের হ্রাস নীট রপ্তানিকে বৃদ্ধি করে।

এই তিনটি কারণে সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়ে থাকে। তবে একটা জিনিস এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে যখন অন্যান্য বিষয় বিশেষত: অর্থের যোগান স্থির ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আমরা দেখেছি, অর্থনীতিতে অর্থের পরিমাণ স্থির থাকা অবস্থায় কিভাবে দামের পরিবর্তন দ্রব্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণ এর উপর প্রভাব ফেলে।

সামগ্রিক চাহিদা রেখার স্থানান্তর (Shift in Aggregate Demand Curve)

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, দামস্তর হ্রাস পেলে দ্রব্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দামস্তর বৃদ্ধি পেলে দ্রব্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায় যা সামগ্রিক চাহিদা রেখা নিম্নগামী হওয়ার কারণ। যদি দামস্তর স্থির থাকা অবস্থায় চাহিদার সাথে সম্পর্কিত উপকরণসমূহের একটিও পরিবর্তিত হয় তখন সামগ্রিক চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হয়। এরূপ প্রধান কিছু উপকরণ যেগুলো সামগ্রিক চাহিদাকে প্রভাবিত করে ফলে সামগ্রিক চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হয় সেগুলো হচ্ছেঃ-

- প্রত্যাশা (Expectations)
- বৈদেশিক আয় এবং দামস্তর (Foreign Income and Price Level)
- সরকারী নীতি (Government Policy)

প্রত্যাশা (Expectations)

দ্রব্য বা সেবার জন্য ভোক্তার ব্যয় সিদ্ধান্ত এবং বিনিয়োগের জন্য ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যাশা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে তিন ধরনের প্রত্যাশা বেশী গুরুত্বপূর্ণ (i) ভবিষ্যৎ আয়, (ii) ভবিষ্যৎ মুদ্রাস্ফীতি ও (iii) ভবিষ্যৎ মুনাফা।

(i) ভবিষ্যৎ আয় সম্পর্কে প্রত্যাশা (Expectations about future income)

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধি পাবে আশা করা হলে বর্তমানে ভোগ্য দ্রব্য ও বিলাস দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে সামগ্রিক চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। যখন জনগণ তাদের ভবিষ্যৎ আয়ের ধীরগতি অথবা আয় কমে যেতে পারে মনে করে তখন তারা বর্তমানে ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এতে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধিতে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_0 থেকে ডানদিকে AD_1 এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাসে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_0 থেকে বামদিকে AD_2 তে সরে আসে যা নিচের চিত্রে (চিত্র ৭.২) দেখানো হলো :

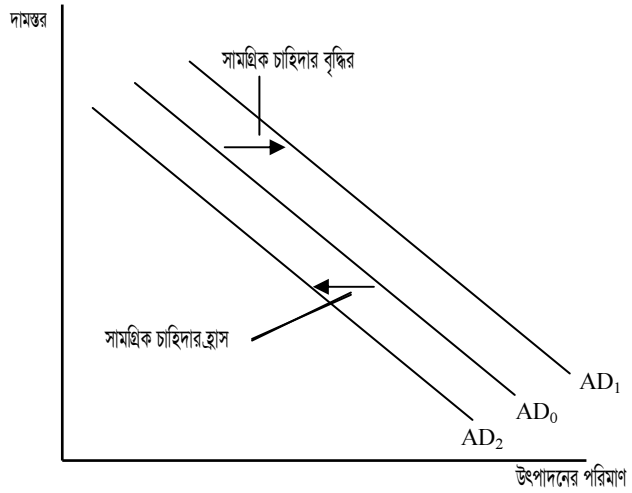

চিত্র ৭.২ ঃ সামগ্রিক চাহিদা রেখার স্থানান্তর

(ii) মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে প্রত্যাশা (Expectation about inflation)

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় যদি মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করা হয় তাহলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়া মানে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত দ্রব্য বা সেবার দাম বৃদ্ধি পাওয়া এবং অর্থ ও অন্যান্য আর্থিক সম্পদের প্রকৃত মূল্য (real value) হ্রাস পাওয়া। ফলস্বরূপ, যখন জনগণ প্রত্যাশা করে মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাবে তখন তারা

বর্তমান সময়ে হাতে কম অর্থ ও আর্থিক সম্পদ ধরে রেখে বেশি করে দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ে অর্থ ব্যয় করবে। ফলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে সরে যাবে। চিত্র ৭.২ এ AD_0 থেকে AD_1 এ সরে যাওয়া দ্বারা তা দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে, প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস পেলে অর্থ এবং আর্থিক সম্পদের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এতে জনগণ বর্তমান সময়ে হাতে অর্থ ও অন্যান্য আর্থিক সম্পদ ধরে রাখবে এবং দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ে কম ব্যয় করবে। ফলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে এবং সামগ্রিক চাহিদা রেখা বামদিকে সরে আসবে। চিত্র ৭.২ এ AD_0 থেকে AD_2 দ্বারা তা দেখানো হয়েছে।

(iii) ভবিষ্যৎ মুনাফা সম্পর্কে প্রত্যাশা (Expectation about future profit)

প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ মুনাফার যে কোন ধরনের পরিবর্তনে ফার্ম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধনী দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের চাহিদাও পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ: প্রযুক্তিগত কোন পরিবর্তন ফার্মসমূহের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে ফার্মসমূহ আশা করবে এই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের প্রত্যাশা নতুন প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের চাহিদাকে বৃদ্ধি করে। ফলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়। বিপরীতভাবে, যদি ফার্মসমূহ তাদের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক অবস্থা সম্পর্কে নিরাশাবাদী হয় তাহলে তারা বিনিয়োগ ব্যয় কমাবে। এতে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে এবং সামগ্রিক চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হবে।

বৈদেশিক আয় এবং দামস্তর (Foreign Income and Price Level)

আমরা পূর্বেই জেনেছি, দেশের অভ্যন্তরে দামস্তরের পরিবর্তন বৈদেশিক দ্রব্য (foreign goods) এর সাথে তুলনামূলক দেশীয় দ্রব্যের (domestic goods) দাম এবং চাহিদার পরিবর্তন করে যা নীট রপ্তানিতে প্রভাব ফেলে।

যখন বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি পায় তখন এক অর্থে বৈদেশিক ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। এই ব্যয় হচ্ছে দেশীয় অর্থনীতিতে যেসব দ্রব্য রপ্তানি জন্য উৎপাদিত হয় সেগুলোর জন্য ব্যয়।

অভ্যন্তরীণ রপ্তানি বৃদ্ধিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার নিম্ন বৈদেশিক আয়ে বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। যখন বৈদেশিক আয় হ্রাস পায় তখন বৈদেশিক ব্যয় তথা দেশীয় অর্থনীততি রপ্তানির জন্য বৈদেশিক ব্যয় কমে যায়। নিম্ন বৈদেশিক আয়ে দেশের অভ্যন্তরে নীট রপ্তানি এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে সামগ্রিক চাহিদা রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়।

আমরা পূর্বেই জেনেছি, যদি দেশের অভ্যন্তরে দামস্তর বৃদ্ধি পায় তখন দেশীয় দ্রব্য বা সেবা বৈদেশিক দ্রব্য বা সেবার তুলনায় বেশি ব্যয়বহুল হয় যা নীট রপ্তানিকে হ্রাস করে। একই ব্যাপার যদি বৈদেশিক দ্রব্যের দামের ক্ষেত্রে ঘটে তাহলে কি হতে পারে? যদি বৈদেশিক দ্রব্যের দাম দেশীয় দ্রব্যের দামের তুলনায় বৃদ্ধি পায় তাহলে দেশীয় দ্রব্য বৈদেশিক দ্রব্যের তুলনায় কম ব্যয়বহুল হয়। এতে দেশের অভ্যন্তরে নীট রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ফলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে সরে যায়।

সরকারী নীতি (Government Policy)

সরকার দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে যেসব নীতি অবলম্বন করে তা দু'ধরনের : (১) রাজস্ব নীতি (Fiscal policy) (২) আর্থিক নীতি (Monetary policy) এই দু'ধরনের নীতির মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। তাহলে দেখা যাক সরকারি নীতি দ্বারা কীভাবে সামগ্রিক চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। প্রথমেই আমরা আলোকপাত করবো সরকারি রাজস্ব নীতি নিয়ে।

রাজস্ব নীতি (Fiscal Policy)

অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন: দ্রব্য বা সেবা ক্রয়, কর আরোপ, সামাজিক নিরাপত্তা, ঘাটতি ব্যয়, ঋণ নেয়া ইত্যাদি হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে যেসব নীতি অবলম্বন করে তা হচ্ছে রাজস্ব নীতি।

(i) সরকার কর্তৃক দ্রব্য বা সেবা ক্রয় (Government purchases of goods and services)

সামগ্রিক চাহিদার উপর দ্রব্য বা সেবার সরকারী ক্রয় সরাসরি প্রভাব ফেলে। সুতরাং, সামগ্রিক চাহিদা রেখা স্থানান্তরে প্রত্যক্ষ প্রভাব হচ্ছে সরকারী ক্রয়ের পরিবর্তন। সরকার যত বেশি দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ে ব্যয় করে অর্থাৎ হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ নির্মাণে ব্যয় করে ততবেশি সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে। বিপরীতভাবে, সরকার যদি দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ে ব্যয় কমিয়ে দেয় তাহলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে এবং সামগ্রিক চাহিদা রেখা বামদিকে সরে আসবে।

(ii) কর এবং হস্তান্তর ব্যয় (Taxes and Transfer Payments)

করের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় দুটোই বাড়ে। এতে দ্রব্য বা সেবার সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানে স্থানান্তরিত হয়। করের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। তখন সামগ্রিক চাহিদা রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়। একইভাবে সরকারের হস্তান্তর ব্যয়সমূহ (বেকারত্ব ভাতা, কল্যাণ ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা সেবা ইত্যাদি।) এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে ভোক্তাদের ব্যয়যোগ্য আয় (disposible income) এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, দ্রব্য বা সেবার সামিগ্রক চাহিদা বাড়ে। ফলে সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়। বিপরীতভাবে হস্তান্তর ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাসে সামগ্রিক চাহিদা রেখা বামে সরে আসে।

আর্থিক নীতি (Monetary Policy)

অর্থের যোগান এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করার যেসব পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করে তা হচ্ছে আর্থিক নীতি। সরকারের রাজস্ব নীতির দ্বারা যেমন সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে তেমনি আর্থিক নীতির মাধ্যমেও সামগ্রিক চাহিদা পরিবর্তিত হয়।

(i) অর্থের যোগান (Money supply)

অর্থের পরিমাণ পরিবর্তিত হলে সুদের হার পরিবর্তিত হয় এবং ইহা বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগ ব্যয় এর পরিবর্তনের মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদাকে পরিবর্তিত করে। যখন অর্থনীতিতে অর্থের সরবরাহ বেড়ে যায় তখন সুদের হার হ্রাস পায়। ফলে বিনিয়োগ ব্যয় এবং ভোগ্যদ্রব্য ব্যয়ের পরিমাণ বদ্ধি পায়। অর্থাৎ সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানে স্থানান্তরিত হয় (চিত্র ৭.২ এ AD_0 থেকে AD_1)। আবার, যখন অর্থের সরবরাহ হ্রাস পায় তখন সুদের হার বৃদ্ধি পায়। ফলে বিনিয়োগ ব্যয় এবং ভোগ দ্রব্য ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে সামগ্রিক চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয় (চিত্র ৭.২ এ AD_0 থেকে AD_2)।

(ii) সুদের হার (Interest rate)

যখন সুদের হার বৃদ্ধি পায় তখন ভোক্তা এবং ফার্মসমূহের ঋণ দেয়া, ঋণ নেয়া এবং ব্যয়ের পরিকল্পনা পরিবর্তিত হয়। তারা তখন ঋণ কম নিতে এবং বেশি দিতে চেষ্টা করে যা ভোগ্য দ্রব্য এবং বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের পরিমাণ সংকুচিত করে। ফলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায় এবং সামগ্রিক চাহিদা রেখা বামে সরে আসে। বিপরীত অবস্থায়, সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানে সরে আসে।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. সামগ্রিক চাহিদা উৎপাদন ও দামস্তরের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে – সত্য/মিথ্যা
২. দামস্তর হ্রাস পেলে প্রকৃত মূল্যও হ্রাস পায় – সত্য/মিথ্যা
৩. দেশীয় দ্রব্যের দাম বৈদেশিক দ্রব্যের দামের তুলনায় বৃদ্ধি পেলে নীট রপ্তানি বৃদ্ধি পায় – সত্য/মিথ্যা
৪. সামগ্রিক চাহিদা হ্রাসে সামগ্রিক চাহিদা রেখা বামে স্থানান্তরিত হয় – সত্য/মিথ্যা
৫. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ফার্মসমূহের উৎপাদনশীলতা কমায় – সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সামগ্রিক চাহিদা বলতে কী বুঝায় ?
২. দামস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধিতে সামগ্রিক চাহিদা রেখায় কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে?
৩. কীভাবে বৈদেশিক দ্রব্যের দামস্তর হ্রাস দেশের অভ্যন্তরে সামগ্রিক চাহিদাকে প্রভাবিত করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার তিনটি কারণ আলোচনা করুন।
২. সামগ্রিক চাহিদা রেখা স্থানান্তরের কারণগুলো কি? কীভাবে এই কারণগুলো সামগ্রিক চাহিদা রেখার স্থানান্তর ঘটিয়ে থাকে ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. সামগ্রিক চাহিদা রেখা
   ক. ডানদিকে উর্ধ্বগামী
   খ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
   গ. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
   ঘ. ডানদিকে নিম্নগামী।
২. দামস্তর বৃদ্ধি পেলে
   ক. সুদের হার বৃদ্ধি পাবে
   খ. সুদের হার হ্রাস পাবে
   গ. সুদের হার একই থাকবে
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৩. প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেলে–
   ক. বর্তমান সময়ে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে
   খ. বর্তমান সময়ে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে
   গ. সামগ্রিক চাহিদার কোন পরিবর্তন হবে না
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৪. অর্থের যোগান হ্রাস পেলে –
   ক. বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগ্যদ্রব্য ব্যয় হ্রাস পায়
   খ. বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগ্যদ্রব্য ব্যয় বৃদ্ধি পায়
   গ. বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগ্যদ্রব্য ব্যয় একই থাকে
   ঘ. বিনিয়োগ হ্রাস পায় ও ভোগ্যদ্রব্য ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

পাঠ-২ সামগ্রিক যোগান (Aggregate Supply)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সামগ্রিক যোগান সম্পর্কে বলতে পারবেন
- স্বল্পকালীন যোগান রেখা কিরূপ বর্ণনা করতে পারবেন
- দীর্ঘকালীন যোগান রেখা কেন উলম্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সামগ্রিক যোগান রেখা স্থানান্তরের কারণসমূহ বলতে পারবেন।

ভূমিকা

সামগ্রিক যোগান হচ্ছে একটি অর্থনীতিতে সকল ফার্মসমূহ বিভিন্ন দামস্তরে যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা উৎপাদিত করে তার সমষ্টি। অর্থাৎ বিভিন্ন দামস্তরে ফার্মসমূহ কি পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করে অথবা কি পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ দিতে প্রস্তুত থাকে সামগ্রিক যোগান রেখা তা নির্দেশ করে। আপনি পাঠ-১ এ দেখেছেন সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী। কিন্তু সামগ্রিক যোগান রেখা এমন একটি সম্পর্ককে দেখায় যা সময় ব্যাপ্তির (time region) সাথে সম্পর্কিত। এ পাঠে আমরা দু'ধরনের সময়-ব্যাপ্তির সাথে সম্পর্কিত সামগ্রিক যোগান রেখা সম্পর্কে জানবো।

স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা

(The Short Run Aggregate Supply Curve– SRASC)

স্বল্পকালে সামগ্রিক যোগান রেখায় শুধুমাত্র দামস্তর ও উৎপাদন ব্যতীত অন্যান্য সব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। এই দামস্তর হচ্ছে উৎপাদনের দাম। স্বল্পকালে উৎপাদনের খরচসমূহ যেমন- মজুরী, খাজনা এবং সুদের হার স্থির থাকে।

উৎপাদনের উপকরণসমূহ স্থির থাকা অবস্থায় যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায় তাহলে ফার্মসমূহের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এতে ফার্মসমূহ আরও বেশি উৎপাদন করতে উৎসাহ বোধ করে। অর্থাৎ দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান বৃদ্ধি পায়। বিপরীতভাবে, দামস্তর হ্রাস পেলে ফার্মসমূহের মুনাফা হ্রাস পায়। ফলে ফার্মসমূহের উৎপাদন হ্রাস পায়।

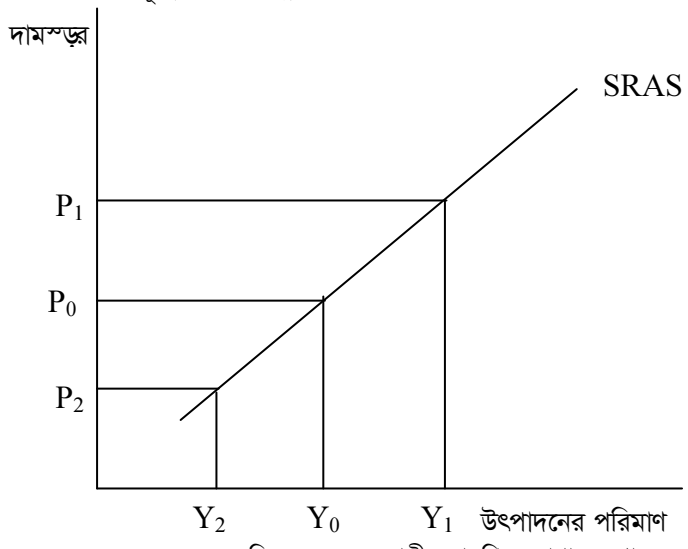

চিত্র ৭.৩ ঃ স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা

চিত্র ৭.৩ এ দামস্তর যখন P_0 থেকে P_1 এ বৃদ্ধি পায় তখন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে Y_0 থেকে Y_1 হয়। আবার দামস্তর P_0 থেকে P_2 -তে হ্রাস পেলে উৎপাদন Y_0 থেকে Y_2 তে হ্রাস পায়। ফলে স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান (SRAS) রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

স্বল্পকালে সামগ্রিক যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হওয়ার কারণ হচ্ছে, স্বল্পকালে দামস্তর পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথেই উৎপাদনের ব্যয়সমূহ পরিবর্তিত হয় না। এগুলো আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং সামগ্রিক যোগান রেখা উর্ধ্বগামী এটি একটি স্বল্পকালীন ব্যাপার। এই স্বল্পকাল কয়েক মাসও হতে পারে আবার সর্বোচ্চ কয়েক বছরও হতে পারে।

স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখার স্থানান্তর (Shifts in Short-Run Aggregate Supply Curve)

আমরা এতক্ষণ দেখেছি, স্বল্পকালে দামস্তর এবং উৎপাদন ছাড়া অন্যান্য সব কিছু অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। দাম ছাড়া বেশ কিছু নির্ধারক রয়েছে যা সামগ্রিক যোগানের পরিবর্তন আনায়ন করে এবং সামগ্রিক যোগান রেখাকে স্থানান্তরিত করে।

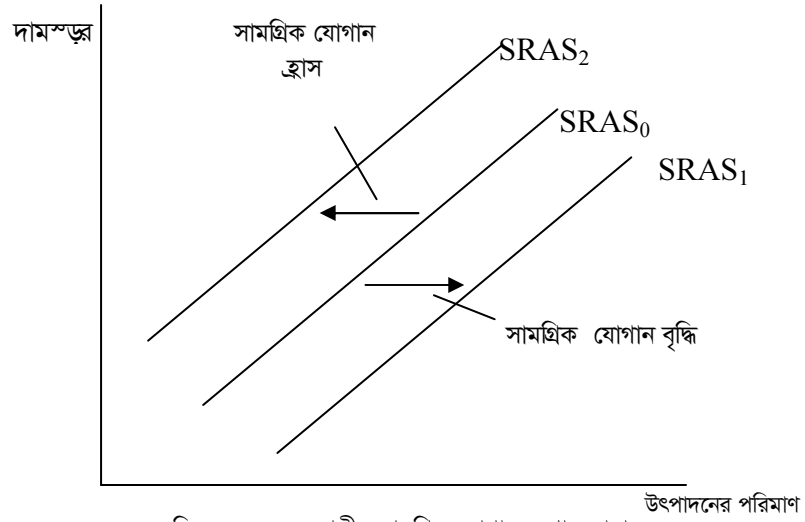

চিত্র ৭.৪ ঃ স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখার স্থানান্তর

চিত্র ৭.৪ এ স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা $SRAS_0$ থেকে $SRAS_1$ এ স্থানান্তর স্বল্পকালে সামগ্রিক যোগানের বৃদ্ধিকে দেখায়। $SRAS_1$ রেখা $SRAS_0$ এর চেয়ে ডানদিকে অবস্থান করে। যা দ্বারা বুঝায়, $SRAS_1$ রেখার চেয়ে $SRAS_1$ এর প্রতিটি দামস্তরে উৎপাদন বেশি। আবার $SRAS_0$ থেকে $SRAS_2$ তে স্থানান্তর সামগ্রিক যোগানের হ্রাসকে নির্দেশ করে। এখানে $SRAS_2$ রেখা $SRAS_0$ রেখার বামে অবস্থান করে। অর্থাৎ প্রতিটি দামস্তরে $SRAS_0$ এর চেয়ে $SRAS_2$ তে উৎপাদন কম। দাম ছাড়া যেসমস্ত নির্ধারকসমূহ সামগ্রিক যোগানের পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বল্পকালে সামগ্রিক যোগান রেখার স্থানান্তর ঘটায় সেগুলো হচ্ছে –উপকরণের দাম, প্রযুক্তি এবং প্রত্যাশা।

উপকরণের দাম (Factor prices)

যখন দামস্তর পরিবর্তিত হয় তখন সাথে সাথে উৎপাদনের ব্যয় পরিবর্তিত হয় না। দামের সাথে আস্তে আস্তে এই ব্যয় পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং যখনই পরিবর্তন আসে তখনই সামগ্রিক যোগান রেখা স্থানান্তরিত হয়। উপকরণসমূহ (শ্রম, মূলধনী দ্রব্য) এর দাম যদি হ্রাস পায় তাহলে স্বল্পকালে সামগ্রিক যোগান রেখা ডানে স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ $SRAS_0$ থেকে $SRAS_1$ এ আসে। এতে বুঝা যায় ফার্মসমূহ যেকোন দামস্তরে আগের চেয়ে বেশি উৎপাদন করে। আবার যখন উপকরণ ব্যয় বাড়ে তখন সামগ্রিক যোগান রেখা $SRAS_0$ থেকে বামদিকে $SRAS_1$ এ স্থানান্তরিত হয়। এখানে যেকোন দামস্তরে ফার্মসমূহ আগের চেয়ে কম উৎপাদন করে। উদাহরণস্বরূপ, তেল হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। যদি তেলের কোন নতুন উৎস খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তেলের দাম কমবে এবং সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিক যোগান রেখা ডানে স্থানান্তরিত হবে। বিপরীতভাবে, তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা বামে স্থানান্তরিত হবে।

প্রযুক্তি (Technology):

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন (technologyical innovation) বর্তমান শ্রমশক্তি ও মূলধনী দ্রব্য স্থির থাকা অবস্থায় ফার্মসমূহের উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটলে ফার্মসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং এর সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বল্পকালে সামগ্রিক যোগান রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয।

প্রত্যাশা (Expectations) ঃ

ব্যাবসায়িক কর্মকান্ডে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশা ব্যাপারটি সামগ্রিক যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামীর কারণ। এসময় প্রযুক্তি এবং উপকরণের (শ্রম, মূলধনী দ্রব্য) দাম স্থির ধরা হয়। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পেলে ফার্মসমূহের মুনাফা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বাড়ে।

এখন আপনি জানবেন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশা কিভাবে সামগ্রিক যোগানের উপর প্রভাব ফেলে। সাধারণত: শ্রমিক ও তাদের নিয়োগকর্তারা ভবিষ্যতে দামস্তর কি হতে পারে সে সম্পর্কে একটি প্রত্যাশা নিয়ে শ্রমিকদের আর্থিক মজুরী (nominal wage) সংক্রান্ত চুক্তিপত্র করে থাকে। এই চুক্তিপত্র সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়ে থাকে। এখন যদি অপ্রত্যাশিতভাবে ঐ বছরে দামস্তর বৃদ্ধি পায় তাহলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী (real wage) কমে যাবে। কারণ, দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকরা একই মজুরী দ্বারা আগের চেয়ে কম দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করতে পারবে। এ অবস্থায় ফার্মসমূহের উৎপাদনের দাম বৃদ্ধি পেলেও শ্রমের জন্য ব্যয় একই থাকল। এতে ফার্মসমূহের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন বাড়বে। ফলে সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি পেয়ে স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা ডানে সরে যাবে। অন্যদিকে, দামস্তর বৃদ্ধি পাবে এই প্রত্যাশায় যদি শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি পায় কিন্তু শ্রম ব্যয়ের তুলনায় দামস্তর সেভাবে বৃদ্ধি না পায় তাহলে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী বৃদ্ধি পায়। ফলে ফার্মসমূহের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফা হ্রাস পায়। এতে উৎপাদন হ্রাস পেয়ে সামগ্রিক যোগান কমে যায় এবং স্বলাকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয়।

স্বল্পকালে সামগ্রিক যোগান রেখার আকৃতি
(The Shape of the Aggregate Supply Curve in Short Run).

ইতোপূর্বে চিত্র ৭.৩ ও ৭.৪ এ যে সামগ্রিক যোগান (AS) রেখা দেখানো হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গ আকৃতির নয়। প্রকৃত অর্থে, স্বল্পকালে সামগ্রিক যেগান রেখা দেখতে নিম্নরূপ। যেখানে যোগান রেখাটির তিনটি পর্যায় বিদ্যমান।

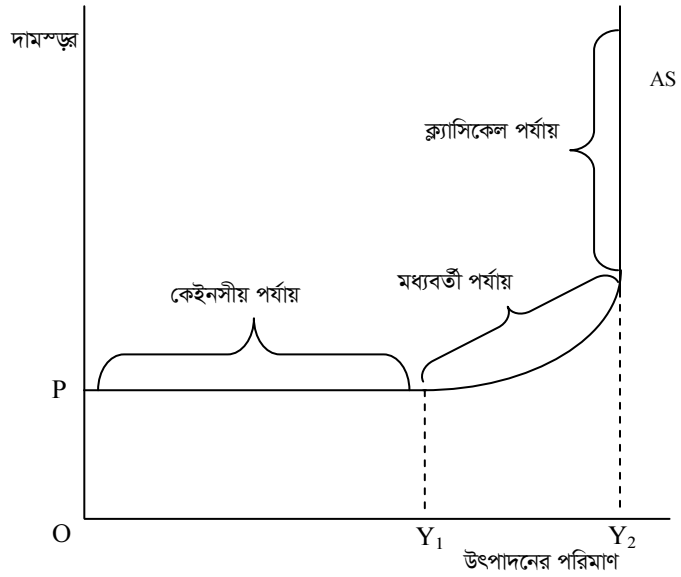

চিত্র ৭.৫ ঃ স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখার আকৃতি

OP দামস্তরে সামগ্রিক যোগান রেখাটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল (horizontal) । এখানে উৎপাদন তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম। AS রেখার এ পর্বে অর্থনীতিতে বেকারত্ব এবং অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা বিদ্যমান। ফলে দামের উপর কোন ধরনের চাপ ছাড়াই কর্মহীন শ্রমসম্পদকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখার ভূমি অক্ষের সমান্তরাল অংশটিকে 'কেইনসীয় পর্যায়' (keynesian region) বলা হয়। উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে যদি দাম স্থির থাকে তাহলে AS রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। চিত্র ৭.৫ এ সামগ্রিক যোগান রেখা (AS) রেখা Y_1 উৎপাদনস্তর পর্যন্ত ভূমি অক্ষের সমান্তরাল। এরপর থেকে AS রেখা উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। Y_1 উৎপাদন স্তরের পর থেকে অর্থনীতি তার উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। Y_1থেকে Y_2 উৎপাদনস্তর পর্যন্ত অংশটিকে সামগ্রিক যোগান রেখার মধ্যবর্তী পর্যায় (intermediate region) বলা হয়। এই অংশটি সামগ্রিক যোগান রেখার স্বাভাবিক পর্যায় যা চিত্র ৭.৩ ও ৭.৪ এর সরলরৈখিক SRAS রেখার মতো।

উৎপাদন যখন আরও বাড়তে থাকে তখন AS রেখা খাড়া (Steeper) হতে থাকে। অর্থনীতি আস্তে আস্তে উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাছাকাছি যেতে থাকে যেখানে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ (full employment) বিরাজ করে। এ অংশে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দামস্তর বাড়তে থাকে। যখন উৎপাদন ক্ষমতা Y_2 স্তরে পৌছায় তখন AS রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল বা উলম্ব (vertical) হয়। উৎপাদনের এই স্তরে দামস্তর বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন আর বৃদ্ধি পায়না যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বা প্রত্যাশিত GNP (potential GNP) বৃদ্ধি পায়। যোগান রেখার এই পর্যায়টি 'ক্ল্যাসিকেল পর্যায়' (classical region) নামে পরিচিত।

দীর্ঘকালে উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটে। এতে প্রত্যাশিত GNP বাড়ে এবং AS রেখা ডানে স্থানান্তরিত হয়। অন্যদিকে দীর্ঘকাল হচ্ছে এমন একটি সময় যখন অর্থনীতি উপকরণ ব্যয়ের পরিবর্তন এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এর সাথে নিজেকে সমন্বয় (adjust) করে নেয়। এসময় দামস্তরের পরিবর্তনের সাথে সাথে উপকরণ ব্যয় এর সমন্বয় ঘটে এবং প্রত্যাশিত GNP বৃদ্ধি পায়।

দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা (The Long-Run Aggregate Supply Curve–LRAS)

স্বল্পকালে যে সামগ্রিক যোগান রেখা পাওয়া যায় তার চেয়ে দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা (LRAS) ভিন্নতর। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দীর্ঘকালে উৎপাদনের উপকরণসমূহ (শ্রম, মূলধন, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রযুক্তি) এবং উপকরণ ব্যয় স্থির নয়। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, স্বল্পকালে AS রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী। কেননা এসময় উপকরণ ব্যয় বিশেষত: মজুরী খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয় না। স্থির মজুরী (fixed price) থাকার কারণে প্রকৃত মজুরী দামস্তর পরিবর্তনের বিপরীতদিকে কাজ করে। অর্থাৎ, যখন দামস্তর বাড়ে তখন প্রকৃত মজুরী হ্রাস পায় এবং ফার্মসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, দামস্তর হ্রাস পেলে প্রকৃত মজুরী বাড়ে এবং ফার্মসমূহের উৎপাদন হ্রাস পায়। সময়ের সাথে সাথে শ্রমিকদের মজুরী সংক্রান্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মজুরী সমন্বয় করে নেয়। দীর্ঘকালে মজুরীর এই নমনীয়তা (flexibility) সামগ্রিক যোগান রেখার আকৃতিকে পরিবর্তন করে।

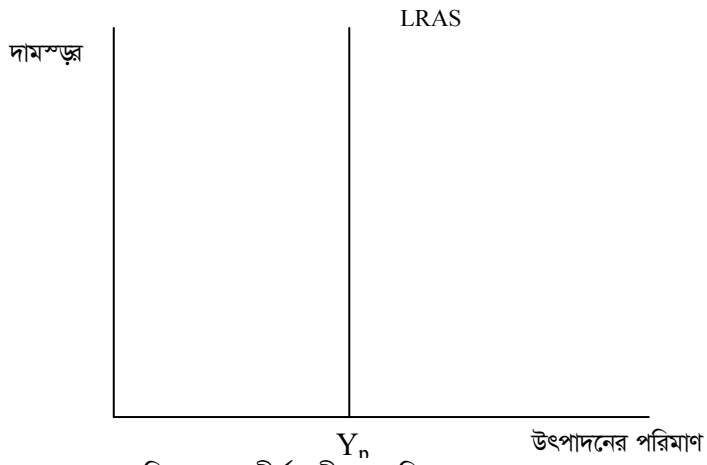

চিত্র ৭.৬ ঃ দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা

দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা প্রত্যাশিত উৎপাদনস্তরে (Y_p) উলম্ব হয়ে থাকে। যা চিত্র ৭.৬ এ দেখানো হয়েছে। দীর্ঘকালে দামস্তরের পরিবর্তনের সাথে উৎপাদনের পরিবর্তন এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, দীর্ঘকালে দামস্তরের পরিবর্তনের সাথে মজুরী এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যয় পুরোপুরি সমন্বয় হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘকালে দামস্তর বৃদ্ধি পেলেও ফার্মসমূহের মুনাফা বৃদ্ধি পায় না এবং উৎপাদনও বাড়ে না।

দীর্ঘকালে, অর্থনীতিতে উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবা অর্থাৎ উৎপাদন-শ্রম, মূলধন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রযুক্তি এ সমস্ত উপকরণসমূহের যোগান এবং উপকরণসমূহের ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। দামস্তরের পরিবর্তন এ সমস্ত উপকরণ এর উপর কোন প্রভাব ফেলে না। এ কারণে দীর্ঘকালে সামগ্রিক যোগান রেখা উলম্ব হয়ে থাকে।

দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখার স্থানান্তর

(Shift in Long-Run Aggregate Supply Curve)

দীর্ঘকালে AS রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল এর অর্থ এই নয় যে অনির্দিষ্টকাল অর্থনীতি বর্তমান প্রত্যাশিত উৎপাদন স্তর বা প্রত্যাশিত GNP তে স্থির থাকবে। সময়ের সাথে সাথে প্রত্যাশিত উৎপাদনের নির্ধারকসমূহ (শ্রম, মূলধনী দ্রব্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রযুক্তি) এর পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন ঘটবে। ফলে প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিবর্তন হবে এবং দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা স্থানান্তরিত হবে।

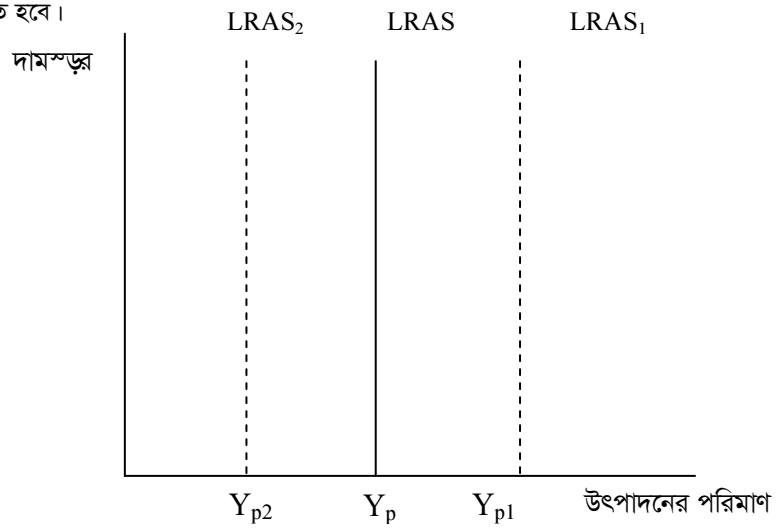

চিত্র ৭.৭ ঃ দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখার স্থানান্তর

সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, উৎপাদনের উপকরণসমূহের যোগানের পরিবর্তনের দ্বারা সামগ্রিক রেখার অবস্থান পরিবর্তিত হয়। তাহলে আসুন আমরা এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জেনে নেই।

শ্রম (Labor) ঃ কোন অর্থনীততে যদি অন্যদেশ হতে আগত অভিবাসী শ্রমিক বৃদ্ধি পায় তাহলে ঐ অর্থনীতিতে শ্রমিকের পরিমাণ বেড়ে যাবে। এতে ঐ অর্থনীতিতে দ্রব্য সেবার সরবারাহ বেড়ে যাবে। ফলস্বরূপ, দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা ডানে স্থানান্তরিত হবে। চিত্র ৭.৭ এ LRAS রেখা থেকে $LRAS_1$ রেখায় স্থানান্তরের মাধ্যমে তা দেখানো হয়েছে। বিপরীতভাবে, যদি

কোন দেশ হতে শ্রমিক বিদেশে পাড়ি জমায় তাহলে LRAS রেখা বামে স্থানান্তরিত হবে। চিত্রে LRAS রেখা থেকে $LRAS_2$ তে গমনের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, কোন কারণে যদি শ্রমশক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে। সামগ্রিক যোগান রেখা ডানদিকে সরে যাবে। বিপরীতভাবে, শ্রমশক্তির পরিমাণ হ্রাস পেলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাবে। ফলে সামগ্রিক যোগান রেখা বামে স্থানান্তরিত হবে।

মূলধন (Captial) ঃ অর্থনীতিতে যদি মূলধন মজুদ (capital stock) এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। ফলে দ্রব্য বা সেবার সরবরাহ বাড়বে এবং LRASরেখা ডানে স্থানান্তরিত হবে। অন্যদিকে মূলধন মুজদ কমে গেলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে। এতে দ্রব্য বা সেবার সরবরাহ কমে যাবে এবং LRAS রেখা বামদিকে সরে যাবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources) ঃ একটি অর্থনীতির উৎপাদন নির্ভর করে ইহার প্রাকৃতিক সম্পদের (ভূমি, খনিজ, আবহাওয়া ইত্যাদি) উপর। এখন যদি কোন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকে বা নতুন কোন খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে অর্থনীতিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা ডানে স্থানান্তরিত হবে। আবার যদি এমন হয় আবহাওয়ার পরিবর্তনে ফার্মসমূহের উৎপাদন ব্যাহত হয় তাহলে LRAS রেখা বামে স্থানান্তরিত হবে। আবার অনেক দেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যদেশ হতে আমদানী করে থাকে। ফলে এসব সম্পদের সহজলভ্যতাও দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখার পরিবর্তন ঘটায়।

প্রযুক্তি (Technology) ঃ অতীতের তুলনায় বর্তমান সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। উদাহরণস্বরূপঃ কম্পিউটার উদ্ভাবনের পর যে কোন পরিমাণ শ্রম, মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আগের তুলনায় দ্রব্য বা সেবার উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, এ ধরনের পরিবর্তন LRAS রেখাকে ডানে স্থানান্তরিত করে। বিপরীতদিকে, সরকার যদি এমন কিছু নীতিমালা প্রয়োগ করে যা ফার্মসমূহকে কিছু উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহারে বাধা প্রদান করে এবং যা শ্রমিকদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে LRAS রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

• পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা

১. স্বল্পকালে সামগ্রিক যোগান রেখা বামদিকে উর্ধ্বগামী- সত্য/মিথ্যা
২. প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সামগ্রিক যোগান রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয় - সত্য/মিথ্যা
৩. ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ে সামগ্রিক যোগান রেখা উলম্ব হয়ে থাকে - সত্য/মিথ্যা
৪. সামগ্রিক যোগান রেখা দামস্তর ও উৎপাদনের মধ্যকার সম্পর্ককে দেখায় - সত্য/মিথ্যা
৫. মধ্যবর্তী পর্যায়ে সামগ্রিক যোগান রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল - সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সামগ্রিক যোগান বলতে কী বুঝায় ?
২. স্বল্পকালে সামগ্রিক যোগান রেখা উর্ধ্বগামী হবার কারণ কী ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামগ্রিক যোগান রেখা কেইনসীয় পর্যায়ে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল, মধ্যবর্তী পর্যায়ে উর্ধ্বগামী এবং ক্লাসিক্যাল পর্যায়ে উলম্ব — কারণ বিশ্লেষণ করুন।
২. দীর্ঘকালীন যোগান রেখা কী ধরনের হয়ে থাকে ? দীর্ঘকালীন যোগান রেখা কীভাবে স্বল্পকালীন যোগান রেখা থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে ?
৩. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা স্থানান্তরের কারণসমূহ বর্ণনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. কেইনসীয় পর্যায়ে সামগ্রিক যোগান রেখা —
   ক. উর্ধ্বগামী খ. নিম্নগামী
   গ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল।

২. দামস্তর বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত মজুরী —
   ক. হ্রাস পায় খ. বৃদ্ধি পায়
   গ. স্থির থাকে ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. দীর্ঘকালে যোগান রেখা উলম্ব হবার কারণ —
   ক. উপরকণ ও উপকরণ ব্যয় স্থির খ. উপকরণ ও উপকরণ ব্যয় স্থির নয়
   গ. দামস্তর স্থির থাকে ঘ. উপরের সবগুলো।

৪. শ্রমশক্তির পরিমাণ হ্রাসে —
   ক. সামগ্রিক যোগান রেখা ডানে স্থানান্তরিত হয়
   খ. সামগ্রিক যোগান রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়
   গ. সামগ্রিক যোগান রেখা অপরিবর্তিত থাকে
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

পাঠ-৩ সামিগ্রক চাহিদা ও যোগান ভারসাম্য (Aggregte Demand and Supply Equilibrium)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তর নির্ধারণ করতে পারবেন
- স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য কীভাবে ঘটে বলতে পারবেন
- সামগ্রিক চাহিদা রেখার স্থানান্তরের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সামগ্রিক যোগান রেখার স্থানান্তরের ফলাফল আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা ইতোমধ্যেই সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে জেনেছি । এই পাঠে সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানকে একত্রিত করে অর্থনীতির ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তর কীভাবে নির্ধারিত হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান মডেলের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তর নির্ধারণ করা। এ উদ্দেশ্যে সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানকে একত্রিত করা হয়েছে এবং সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য দেখানো হয়েছে। সামগ্রিক যোগান রেখার স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় সময় ব্যাপ্তির জন্য এখানে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য আলোচনা করা হয়েছে।

ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তর নির্ধারণ (Determination of Equilibrium Output and Price Level)

আমরা জানি, সামগ্রিক চাহিদা রেখা (AD) দ্বারা বিভিন্ন দামস্তরে একটি অর্থনীতিতে কি পরিমাণ দ্রব্য বা সেবার চাহিদা সৃষ্টি হয় তা দেখানো হয়। অন্যদিকে, সামগ্রিক যোগান রেখা (AS) দ্বারা বিভিন্ন দামস্তরে অর্থনীতিতে কি পরিমাণ দ্রব্য বা সেবার সরবরাহ সৃষ্টি হয় তা দেখানো হয়। এই সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান রেখার ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তর নির্ধারিত হয় যেখানে সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান পরস্পর সমান।

স্বল্পকালীন সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য তখনই ঘটে যখন সামগ্রিক চাহিদা ও স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান পরস্পর সমান হয়। সামগ্রিক চাহিদা রেখা ও স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখার (SRAS) ছেদবিন্দুতে এই ভারসাম্য নির্ণীত হয়। স্বল্পকালীন ভারসাম্যে ভারসাম্য উৎপাদনস্তর প্রত্যাশিত উৎপাদন স্তরের (Yp) চেয়ে কম, বেশি বা সমান হতে পারে। অন্যদিকে, দীর্ঘকালীন সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যে ভারসাম্য উৎপাদন স্তর ও প্রত্যাশিত উৎপাদন স্তর একই। এখানে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ বিরাজ করে। দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে অর্থনীতি দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখায় (LRAS) অবস্থান করে।

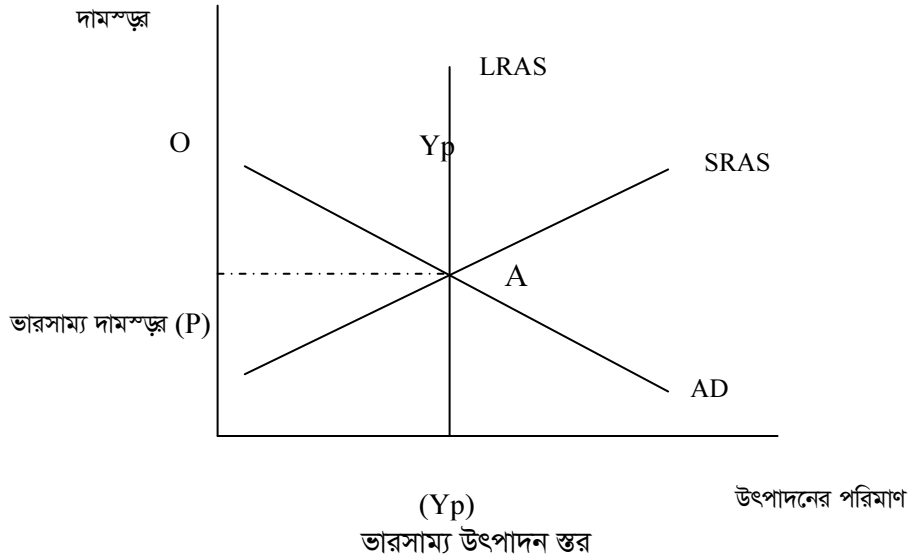

চিত্র ৭.৮ ঃ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

চিত্র ৭.৮ এ A বিন্দুতে AD রেখা ও LRAS রেখার ছেদবিন্দুতে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দেখানো হয়েছে। A বিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদন স্তর প্রত্যাশিত উৎপাদন স্তরে (Yp) রয়েছে এবং ভারসাম্য দামস্তর হচ্ছে P। এখানে SRAS রেখাও A বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করেছে। এর দ্বারা বুঝায় এই বিন্দুতে শ্রমিকের মজুরী, দাম, প্রত্যাশা দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের সাথে পুরোপুরি সমন্বয় করে নিয়েছে।

স্বল্পকালীন ভারসাম্য দেখায়, প্রতিটি বিন্দুতে অর্থনীতি দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর দীর্ঘকালীন ভারসাম্য হচ্ছে, যেখানে মজুরী, উপকরণ ব্যয়, দাম, প্রত্যাশা সবকিছু সময়ের সাথে সাথে সমন্বিত হয়ে থাকে। ফলে এখানে সামগ্রিক চাহিদা রেখার সাথে স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা ও দীর্ঘকালীন সামগ্রিক যোগান রেখা একই বিন্দুতে ছেদ করে।

সামগ্রিক চাহিদা রেখা স্থানান্তরে ভারসাম্যের উপর প্রভাব

(The effects of a shift in Aggregate Demand on equilibrium)

চিত্র ৭.৯ এ প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু হচ্ছে A। ধরা যাক, অর্থনীতিতে কোন কারণে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেল। এতে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 থেকে AD_2 স্থানান্তরিত হলো। ফলে স্বল্পকালে অর্থনীতি $SRAS_1$ রেখা উপর A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে সরে গেল। এতে উৎপাদন Y_1 থেকে Y_2 এবং দামস্তর P_1 থেকে P_2 তে হ্রাস পেল।

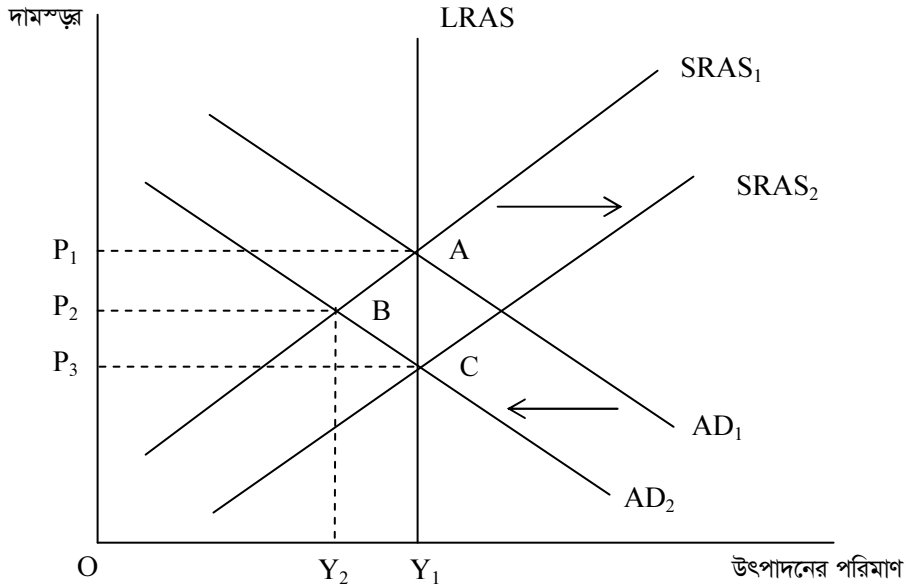

চিত্র ৭.৯ ঃ সামগ্রিক চাহিদার সংকোচনে ভারসাম্যের উপর প্রভাব

এরূপ পরিস্থিতি অর্থনীতির মন্দাবস্থাকে (recession) নির্দেশ করে। এ অবস্থায় ফার্মসমূহ আস্তে আস্তে নিয়োগ হ্রাস করবে। অর্থাৎ মন্দাবস্থা দীর্ঘকালে উৎপাদন হ্রাস এবং বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে।

মন্দাবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নীতি নির্ধারকরা কী করতে পারে? এক্ষেত্রে একটি উপায় হচ্ছে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করা। আপনারা পাঠ ১-এ দেখেছেন কী কী কারণে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে নীতিনির্ধারকরা সামগ্রিক চাহিদা রেখাকে AD_2 থেকে আবার AD_1 এ ফিরিয়ে আনতে পারে। ফলে অর্থনীতি আবার A বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করে।

নীতিনির্ধারকদের কোন পদক্ষেপ ছাড়াই যদি সময়ের সাথে সাথে মন্দাবস্থার উত্তরণ ঘটে সেক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে? সামগ্রিক চাহিদা ও দামস্তর হ্রাস পাওয়াতে প্রত্যাশাও নতুন পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় করে নেয় এবং প্রত্যাশিত দামস্তর হ্রাস পায়, প্রত্যাশিত দামস্তরের হ্রাস শ্রমিক মজুরী, দাম ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে $SRAS_1$ রেখাকে ডানে $SRAS_2$ এ স্থানান্তর ঘটায়। চিত্র ৭.৯ এ C বিন্দু দ্বারা এ অবস্থাকে দেখানো হয়েছে। যেখানে AD_2 রেখা LRAS রেখাকে অতিক্রম করেছে।

দীর্ঘকালীন সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যে, C বিন্দুতে অর্থনীতি প্রত্যাশিত উৎপাদন স্তরে পৌঁছায়, এখানে সামগ্রিক চাহিদার হ্রাস দামস্তরকে P_1 থেকে P_3 এ হ্রাস ঘটায়। অর্থাৎ, দীর্ঘকালে সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তন দামস্তরের পরিবর্তন দ্বারা প্রতিফলিত হয় উৎপাদনস্তরের পরিবর্তন দ্বারা নয়।

সুতরাং, সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো -

- স্বল্পকালে, সামগ্রিক চাহিদা রেখার স্থানান্তর অর্থনীতিতে দ্রব্য বা সেবার উৎপাদনে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে।
- দীর্ঘকালে, সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তন পুরোটাই দামস্তরের উপর প্রভাব ফেলে উৎপাদন স্তরের উপর নয়।

অনুশীলন

ধরুন, বাংলাদেশে শেয়ার বাজারে ধ্বস নামায় সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেল। চিত্রের সাহায্যে দেখান, স্বল্পকালে উৎপাদন ও দামস্তরের ক্ষেত্রে কি ঘটবে? চিন্তা করে লিখুন নিয়োগস্তরের ক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে?

সামগ্রিক যোগান রেখা স্থানান্তরের ভারসাম্যের উপর প্রভাব

(The Effects of a shift in Aggregate Supply on Equilibrium)

ধরি, প্রাথমিক অবস্থায় অর্থনীতি A বিন্দুতে অবস্থান করে। যেখানে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিদ্যমান। অর্থাৎ স্বাল্পকালীন ভারসাম্য দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের সাথে সমন্বয় করে নিয়েছে। এখন কোন কারণে যদি ফার্মসমূহের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহলে ফার্মসমূহের মুনাফা হ্রাস পাবে এবং ফার্মসমূহের উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবার সরবরাহ কমে যাবে।

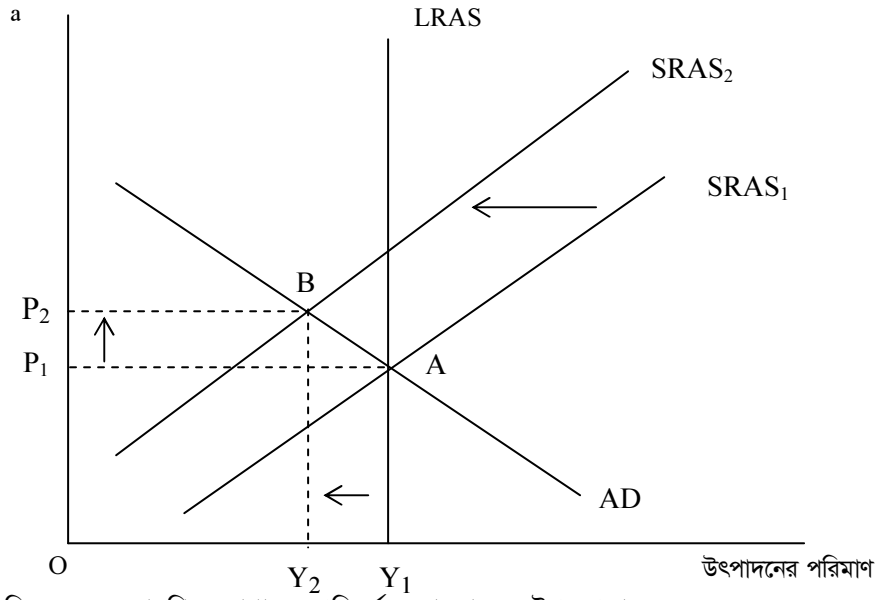

চিত্র ৭.১০ ঃ সামগ্রিক যোগানের পরিবর্তনে ভারসাম্যের উপর প্রভাব

ফলে চিত্র ৭.১০ এ $SRAS_1$ রেখা বামে $SRAS_2$ তে স্থানান্তরিত হবে। স্বল্পকালে অর্থনীতি A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে যাবে। এতে উৎপাদন Y_1 থেকে হ্রাস পেয়ে Y_2 এবং দামস্তর P_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে P_2 হবে। উৎপাদন হ্রাস (মন্দাবস্থা) ও দামস্তর বৃদ্ধি (মুদ্রাস্ফীতি) কে একত্রিতভাবে 'স্ট্যাগফ্ল্যাশন' (stagflation) বলা হয়।

উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস এবং বেকারত্ব বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক মজুরী হ্রাস পাবার প্রবণতা দেখা যায়। শ্রমিক মজুরী হ্রাসের ফলস্বরূপ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে $SRAS_2$ রেখা পুনরায় $SRAS_1$ এ ফিরে আসে। দামস্তর হ্রাস পায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘকালে অর্থনীতি A বিন্দুতে ফিরে আসে যেখানে AD রেখা LRAS রেখাকে ছেদ করে। অন্যদিকে, নীতিনির্ধারকরা রাজস্ব বা আর্থিক নীতির মাধ্যমে স্বল্পকালীন সামগ্রিক যোগান রেখার পরিবর্তনে সমতা বিধানের জন্য সামগ্রিক চাহিদা রেখার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যা চিত্র ৭.১১ এ দেখানো হয়েছে।

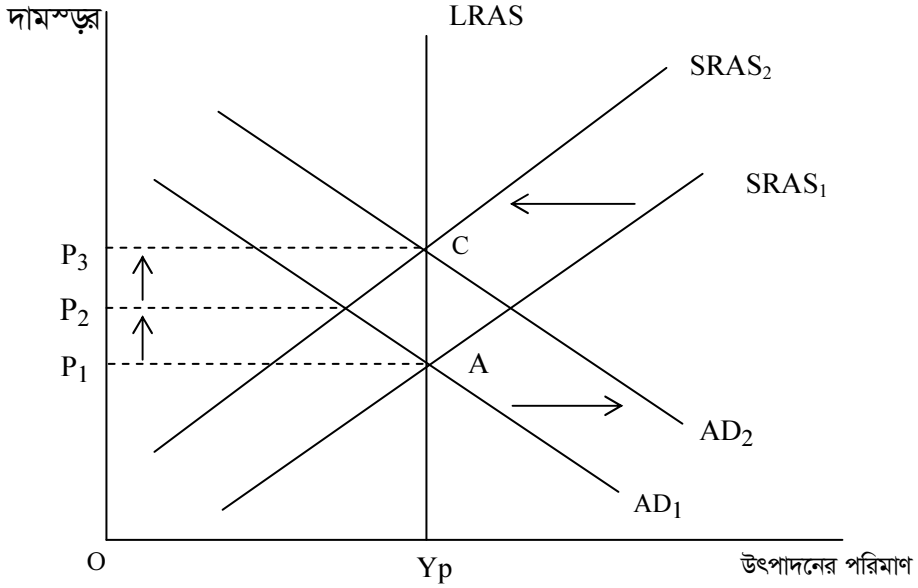

চিত্র ৭.১১ ঃ সামগ্রিক যোগান রেখার পরিবর্তনে ভারসাম্যের উপর প্রভাব

এক্ষেত্রে রাজস্ব বা আর্থিক নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে AD_1 রেখা ডানদিকে AD_2 তে স্থানান্তরিত হয়। ফলস্বরূপ, অর্থনীতি A বিন্দু থেকে সরাসরি C বিন্দুতে চলে আসে। যেখানে AD_2 রেখা LRAS রেখাকে ছেদ করে। এখানে দামস্তর P_1 থেকে P_3 তে বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত উৎপাদন স্তর (Y_p) বিরাজ করে।

সুতরাং সামগ্রিক যোগান রেখার পরিবর্তনে দুটো দিক হলো-

- সামগ্রিক যোগানের পরিবর্তন অর্থনীতিতে 'স্ট্যাগফ্ল্যাশন' এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- নীতিনির্ধারকগণ সামগ্রিক চাহিদাকে প্রভাবিত করে শুধুমাত্র দামস্তরের পরিবর্তন ঘটায় উৎপাদনস্তরের নয়।

• পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা

১. সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান রেখার ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তর নির্ধারিত হয় — সত্য/মিথ্যা
২. স্বল্পকালীন ভারসাম্যে অর্থনীতি দীর্ঘকালীন যোগান রেখায় অবস্থান করে — সত্য/মিথ্যা
৩. সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তন দীর্ঘকালে দামস্তর ও উৎপাদন কোনটির উপর প্রভাব ফেলে না — সত্য/মিথ্যা
৪. সামগ্রিক যোগানের পরিবর্তনের অর্থনীতিতে 'স্ট্যাগফ্ল্যাশন' দেখা যায় — সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তর কীভাবে নির্ধারিত হয় ?
২. স্বল্পকালীন সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য বলতে কী বুঝায় ?
৩. দীর্ঘকালীন সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য বলতে কী বুঝায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. একটি অর্থনীতি কীভাবে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে পৌঁছায় ?
২. সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তনে ভারসাম্যের উপর কি প্রভাব ফেলে ?
৩. সামগ্রিক যোগানের পরিবর্তনে ভারসাম্যে কী ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় — বিশ্লেষণ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. স্বল্পকালীন ভারসাম্যে ভারসাম্য উৎপাদন স্তর —
   ক. প্রত্যাশিত উৎপাদন স্তরের চেয়ে কম হয়
   খ. প্রত্যাশিত উৎপাদন স্তরের চেয়ে বেশী হয়
   গ. প্রত্যাশিত উৎপাদন স্তরের সমান হয়
   ঘ. উপরের সবগুলো।

২. দীর্ঘকালে মন্দাবস্থা বলতে বুঝায় —
   ক. উৎপাদন হ্রাস ও বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি
   খ. উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি
   গ. উৎপাদন হ্রাস ও বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস
   ঘ. উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস।

৩. অর্থনীতির মন্দাবস্থায় দীর্ঘকালে —
   ক. স্বল্পকালীন যোগান রেখা স্থির থাকে
   খ. স্বল্পকালীন যোগান রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়
   গ. স্বল্পকালীন যোগান রেখা ডানে স্থানান্তরিত হয়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৪. স্ট্যাগফ্ল্যাশন অবস্থায় অর্থনীতিতে —
   ক. উৎপাদন বৃদ্ধি ও দামস্তর হ্রাস ঘটে
   খ. উৎপাদন বৃদ্ধি ও দামস্তর বৃদ্ধি ঘটে
   গ. উৎপাদন হ্রাস ও দামস্তর বৃদ্ধি ঘটে
   ঘ. উৎপাদন হ্রাস ও দামস্তর হ্রাস ঘটে।

৫. ফার্মসমূহের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে —
   ক. স্বল্পকালীন যোগান রেখা বামে স্থান্তরিত হয়
   খ. স্বল্পকালীন যোগান রেখার পরিবর্তন হয় না
   গ. স্বল্পকালীন যোগান রেখা ডানে স্থানান্তরিত হয়
   ঘ. উপরের সবগুলো।

উত্তরমালা

পাঠ-১

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. মিথ্যা, ৪. সত্য, ৫. মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১.ঘ, ২. ক, ৩.খ, ৪. ক

পাঠ-২

সত্য-মিথ্যা

১. মিথ্যা, ২. সত্য, ৩. সত্য, ৪. সত্য, ৫. মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১.গ, ২.ক, ৩. খ, ৪. খ

পাঠ-৩

সত্য-মিথ্যা

১.সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. মিথ্যা, ৪. সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১.ঘ, ২.ক, ৩. গ, ৪.গ, ৫.ক